যুগান্তর

তারিখ 17 NOV 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৮

ভুয়া সনদে চাকরি

জেলা শিক্ষা অফিসারসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

যুগান্তর রিপোর্ট

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদে-পোষ্য কোটায় ১৫৮ জনকে শিক্ষকের চাকরি দেয়ার অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কিশোরগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোদাচ্ছের হোসেনসহ তিনজনের বিরুদ্ধে সোমবার কমিশন এ অনুমোদন দেয়। অপর দুই আসামি হচ্ছেন কিশোরগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী আবুল কালাম এবং মো. আবদুল হক। দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নেয়ামুল আহসান গাজী বাদী হয়ে শিগগির এজাহার দায়ের করবেন বলে জানা গেছে।

দুদক সূত্র জানায়, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে দুই দফায় ১৫৮ জনকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি দেন অভিযুক্ত তিন ব্যক্তি। শিক্ষক নিয়োগে তারা অভিনব জালিয়াতির আশ্রয় নেন। প্রথমে তারা আবেদনকারী আসল মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্যদের সনদ ছিঁড়ে ফেলেন। পরে অফিসে বসেই কিছু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ তৈরি করেন। পরে আসল মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্য প্রার্থীদের সঙ্গে ভুয়া পোষ্যদের আবেদন সংযুক্ত করে শিক্ষক নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে 'ভুল হয়েছে' বলে ফরোয়ার্ডিং পাঠান। কর্তৃপক্ষ সরল বিশ্বাসে প্রকৃত পোষ্যদের সঙ্গে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্যদের কোটায় নিয়োগপত্র দেন। বিনিময়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রার্থীদের কাছ থেকে দুই থেকে তিন লাখ টাকা করে হাতিয়ে নেন। নিয়োগপ্রাপ্তরা বিভিন্ন স্কুলে যোগদানও করেন। পরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়ে। সত্যতা মেলায় তাৎক্ষণিক চাকরিচ্যুত করা হয় ওই ১৫৮ শিক্ষককে। সাময়িক বরখাস্ত করা হয় মোদাচ্ছের হোসেনসহ তিন আসামিকে। জালিয়াতির প্রমাণ পায় দুদকও।